গাছ লাগানোর ফযীলত ও উপকারীতা

08-July-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার সকালে ও দশবার সন্ধ্যায় দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত নসীব হবে।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ১০/১৬৩, হাদীস ১৭০২২)

শাফায়াত করে হাশর মে জু রযা কি সিওয়া তেরে কিস কো ইয়ে কুদরত মিলি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয় হলো **"গাছ লাগানোর ফযীলত ও উপকারীতা"**, যাতে গাছ লাগানোর ফযীলত এবং এর সতর্কতা, গাছ লাগানোর বৈজ্ঞানিক উপকারীতা, গাছ লাগানোর আর্থিক ও সামাজিক উপকারী, গাছ লাগানোর ব্যাপারে ভাল ভাল নিয়্যত কি হতে পারে, এসব শুনবো এবং অনুরূপভাবে ঐসকল লোক যাদের জন্য গাছ লাগানো সম্ভব নয় তবে তারা কি করবে? আসুন! সর্ব প্রথম একটি আশ্চার্যজনক বিষয় শ্রবণ করি যে, পারস্যবাসীরা দীর্ঘায়ু সম্পন্ন কেন হয়ে থাকে?

পারস্যবাসীরা দীর্ঘায়ু সম্পন্ন কেন?

হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। পারস্যবাসী লোকেরা দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হতো, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে

www.dawateislami.net

মুফাসসীরগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: পারস্যের বাদশাহ নদী খনন ও গাছ লাগানোতে খুবই আগ্রহী ছিলো, এই কারণে তারাও দীর্ঘায়ু লাভ করতো। একজন নবী عَلَيْهِ السَّلَام পারস্যবাসীদের দীর্ঘায়ু সম্পর্কে **আল্লাহ পাকের** দরবারে জিজ্ঞাসা করলে **আল্লাহ পাক তাঁর** নিকট অহী প্রেরণ করেন যে, এরা আমার শহরকে আবাদ করে, এই কারণে তারা দুনিয়ায় বেশি সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُও তাঁর শেষ বয়সে ক্ষেত খামারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন।

(তাফসীরে কবীর, ১২ পারা, সূরা হুদ, ৬১নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৩৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত থেকে জানা গেলো, সাহাবায়ে কিরামের এই মুবারক কর্ম আদায় করার নিয়্যতে চারা লাগালে তবে اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব পাবো। হাদীসে মুবারাকায়ও অনেক স্থানে গাছ লাগানোর প্রতিদান ও সাওয়াব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, আসুন! এব্যাপারে হাদীসে মুবারকা শ্রবণ করি।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই মুসলমান গাছ লাগাবে বা ফসল বুনবে অতঃপর তা থেকে যা পাখিরা বা মানুষ খাবে, তবে তা তার পক্ষ থেকে সদকা হিসাবে গণ্য হবে।

(মুসলিম, ৮৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫৫৩)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমান যা কিছু উৎপন্ন করে অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ বা পশু কিংবা পাখিরা খাবে তবে তা তার জন্য কিয়ামতের দিন সদকা হবে। **(মুসলিম, ৮৩৯ পৃষ্ঠা, নম্বর ১৫৫২)**

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন গাছ লাগালো এবং তা সংরক্ষন ও দেখাশুনা করাতে ধৈর্যধারন করলো,

www.dawateislami.net

এমনকি তা ফল দিতে লাগলো তবে তা থেকে খাওয়া প্রতিটি ফল **আল্লাহ পাকের** নিকট তার (লাগানো ব্যক্তির) জন্য সদকা স্বরূপ।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৫৭৪, হাদীস ১৬৫৮৬)

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি অত্যাচার ও জোর দেখানো ব্যতীত কোন ঘর বানালো বা অত্যাচার ও জোর দেখানো ব্যতীত কোন গাছ লাগালো, যতক্ষণ **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির মধ্যে কেউই তা থেকে উপকৃত হতে থাকবে তবে সে (লাগানো ব্যক্তি) সাওয়াব পেতে থাকবে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৫/৩০৯, হাদীন ১৫৬১৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে গাছ লাগানোর উৎসাহ দিয়েছেন এবং এই আমলকে মহান সদকা হিসাবে ঘোষনা দিয়েছেন, যাদ্বারা এটাও জানা গেলো, আমাদের মরহুম ও জীবিতদের ইছালে সাওয়াবের জন্য গাছ লাগানো যাবে, যা কিনা একটি অনন্য সদকায়ে জারিয়া হবে। সদকায়ে জারিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য এমন সদকা, যার উপকারীতা সদকাকারী দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও অব্যাহত থাকে, সেই উপকারীতা সদকাকারীও পেতে থাকে এবং অন্যান্য লোকেরাও পায়। এর উপকারীতা লাগানো ব্যক্তি এভাবে পাবে যে, যতক্ষণ সেই গাছ মানুষের উপকার সাধন করতে থাকবে, সেও সাওয়াব পেতে থাকবে আর মানুষের উপকারীতা এভাবে হবে যে, যতক্ষণ গাছটি রয়েছে মানুষ এই গাছ থেকে এর ডাল দ্বারা, এর পাতা দ্বারা, যদি তা ফল প্রদানকারী হয় তবে এর ফল দ্বারা, যদি তা শেষও হয়ে যায় তবে এর কাঠ দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে, অর্থাৎ গাছ যদি নাও থাকে তবুও এর উপকারীতা মানুষ পেতে থাকবে, আমাদের ঘরের কাঠের ফার্নিসার, ঐ বেড যাতে আমরা আরাম করি তাও গাছেরই

www.dawateislami.net

যা এখন আর অবশিষ্ট নেই, ঐ সোফা যাতে আমরা আরামে বসি, ঐ টেবিল যাতে আমরা জিনিসপত্র রাখি, সবচেয়ে বড় কথা হলো ঐ দরজা যা আমাদের রুম বা ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করে, এ সবকিছুই এই গাছ থেকেই অর্জিত হয়, এই উপকারীতা ও প্রতিফলের প্রতি লক্ষ রেখে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী আমলীভাবে এই মহান কাজে অগ্রগামী হয়েছেন।

বৃক্ষরোপন ও সাহাবীয়ে রাসূল

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার আখরোটের গাছ লাগাচ্ছিলেন। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি তাঁকে দেখে বললেন: **“হুযুর! আপনি তো শেষ বয়সে এসে গেছেন অর্থাৎ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন যে, আপনার ওফাতের সময় খুবই সন্নিকটে, (এরপরও আপনি গাছ লাগাচ্ছেন আর আপনি জানেন যে,) এই গাছের ফল আপনি নয় বরং অন্যরা খাবে।”** হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার এই কথা শুনে বললেন: **“(আমি জানি যে,) ফল অন্য লোকেরা খাবে (কিন্তু এর) প্রতিদান আমি (আমার ওফাতের পরও) পাবো।** (শরহুত তায়্যিবী, কিতাবুয যাকাত, ৪/১২২, হাদীস ১৯০০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবীয়ে রাসূল কত সুন্দরভাবে উত্তর দিয়েছেন যে, আমি জানি যে, ফল অন্যরা খাবে কিন্তু এর প্রতিদান ও সাওয়াব আমি পেতে থাকবো। হায়! আমাদেরও যদি এই নেক প্রেরণা অর্জিত হয়ে যেতো আর আমরাও গাছ লাগানোর কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকারী হয়ে যেতাম, একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন যে, চারা থেকে বড় গাছ হওয়ার পর্যন্ত যেই সময় রয়েছে এতে

www.dawateislami.net

কিছু সতর্কতাও রয়েছে, যার উপর আমল করা আবশ্যক, আসুন! এই সতর্কতা সম্পর্কে শুনি:

গাছ লাগানোর সতর্কতা

চারা লাগানোর পর এর রক্ষণাবেক্ষণ করা, এতে পানি দেয়া এবং তা গাছে পরিনত হওয়া পর্যন্ত খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। যদি এমন না করা হয় তবে এই চারা কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যাবে অথবা কোন পশুর খাবার হয়ে যাবে। মনে রাখবেন! চারার উদাহরণ হলো ছোট বাচ্চাদের ন্যায়, যেভাবে পিতামাতা ছোট বাচ্চাদের সকল ব্যাপারে খেয়াল রাখে এবং খুবই যত্ন সহকারে তাদের লালন পালন করে, তেমনিভাবে চারার ব্যাপারটিও যে, যদি এর সঠিক পদ্ধতিতে সেচ না দেয়া হয় এবং এমনিতেই লাগিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তবে এটি গাছ হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে। তবে যখন এই চারা গাছে পরিণত হয়ে যাবে তখন এর আর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়না বরং গাছে পরিনত হওয়ার পর এটি নিজ থেকেই বড় হতে পারে। তাছাড়া চারা লাগানোর পর তা পরিস্কার পরিছন্ন রাখা এবং কাটসাটের প্রতিও খেয়াল রাখা জরুরী, যাতে কারো এর ডাল এবং এর থেকে ঝরে পড়া পাতার দ্বারা কষ্ট না হয়। এতে শরয়ীভাবেও অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, এতে এটাও যে, অন্য কারো জমিতে মালিকের অনুমতি ব্যতীত চারা না লাগানো। সারা দেশে অনেক এলাকা এমন রয়েছে যে, যেখানে খালি প্লট অধিকহারে পাওয়া যায় এবং তা প্রায় মানুষের মালিকানাভূক্ত হয়ে থাকে অতএব যদি এমন কোন জায়গায় কোন গাছ লাগাতে হয় তবে প্রথমেই তার মালিকের অনুমতি নেয়া আবশ্যক, কেননা অন্যের জমিতে তার অনুমতি ব্যতীত কাজ করা

www.dawateislami.net

শরয়ীভাবে অনুমতি নেই। কারো জমিন খালি পড়ে আছে দেখে তার মঙ্গল কামনায় বিনা অনুমতিতে এতে গাছ লাগিয়ে দিবেননা, কেননা হতে পারে যে, কারো মঙ্গল কামনা করা হচ্ছে, আর তা পরবর্তিতে তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে গেলো, যেমন; যদি কোন ব্যক্তি তার জমিন বাড়ি নির্মাণের জন্য খালি করে রেখেছে আর কেউ সেখানে গাছ লাগিয়ে দিলো, আর চার পাঁচ বছর পর যখন সে বাড়ি নির্মাণ করার জন্য সেখানে গেলো তখন তার জন্য এই গাছ উপড়ে ফেলা খুবই কষ্টকর হয়ে যাবে, কেননা এই কবছরে গাছের শিকড় দূর দূরান্ত পর্যন্ত মাটির গভীরে চলে গেছে। অনুরূপভাবে ওয়াকফের জায়গায় গাছ এবং চারা লাগানোতে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ওয়াকফের জায়গার মধ্যে একটি জায়গা হলো মসজিদ, যদি কেউ মসজিদ বানানোর পূর্বেই মসজিদের জায়গায় গাছ লাগিয়ে দেয় তবে কোন সমস্যা নেই যে, ওয়াকফ হওয়ার পূর্বেই লাগানো হয়েছে, তবে যখন সেই জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াকফ হয়ে গেছে তবে এবার তাতে গাছ লাগানো নিষেধ। ছোট মসজিদ যেখানে জায়গার অভাব হয়ে থাকে, সেখানে এভাবে গাছ লাগানোর অনুমতি নেই।

গাছ লাগানোর সময় ভাল ভাল নিয়্যতও করা যেতে পারে, যাতে দুনিয়াবী উপকারীতার পাশাপাশি পরকালিন উপকারীতাও অর্জন হয়, আসুন! কিছু নিয়্যতও শুনে নিই।

গাছ লাগানোর ভাল ভাল নিয়্যত

গাছ লাগানোর জন্য অনেক ভাল ভাল নিয়্যত করা যেতে পারে, যেমন; গাছ লাগিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন করবো,

www.dawateislami.net

কেননা গাছ লাগানো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে প্রমাণিত। ✯ সাহাবায়ে কিরামরাও গাছ লাগিয়েছেন ও ক্ষেতখামার করেছেন, অতএব বৃক্ষরোপন করে তাঁদের অনুসরন করবো। ✯ গাছ লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবো, যাতে মুসলমানের জন্য প্রশান্তি লাভের মাধ্যম হয়। ✯ গাছ লাগিয়ে সদকার সাওয়াব অর্জন করবো, এই কারণে যে, গাছ অক্সিজেন উৎপন্ন করে, যা মানুষ ও পশুদের জন্য সমানভাবে উপকারী। এগুলো ছাড়াও আরো ভাল ভাল নিয়্যত করা যেতে পারে, আসুন! এবার গাছ লাগানোর কিছু বৈজ্ঞানিক উপকারীতাও শুনি।

গাছ লাগানোর বৈজ্ঞানিক উপকারীতা

বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও গাছ লাগানোর অনেক উপকারীতা রয়েছে। গাছ এবং চারা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে। অক্সিজেন মানুষের জীবনের জন্য খুবই জরুরী, এটি ছাড়া মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। **আল্লাহ পাক** গাছ ও চারাকে মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা দূষিত বাতাস শোষণ করে নিজের বিশুদ্ধ বাতাস ত্যাগ করে। গাছ উষ্ণতাকে বাড়তে দেয়না, গাছ এবং চারা পরিবেশের ভারসাম্য (অর্থাৎ ধোঁয়া ও ধূলাবালি ইত্যাদি যা উড়তে থাকে) রক্ষা করে, গাছ এবং চারার আধিক্য পরিবেশ ঠান্ডা ও মনোরম রাখে, এর দ্বারা বিদ্যুৎও সাশ্রয় হয় কেননা যে যন্ত্র গরম দূর করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে, তার প্রয়োজনিয়তা কমে যায় বা একেবারেই প্রয়োজন হয়না। যদি আপনি আপনার দেশকে এভাবে গাছ এবং চারা দ্বারা সমৃদ্ধ করেন তবে বিদ্যুতেও সাশ্রয় হবে।

www.dawateislami.net

গাছ লাগানো ভূমিধস কমানোর উপায়, কেননা গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে রাখে, যার কারণে মাটি ধ্বসে যেতে পারে না। অনুরূপভাবে গাছ এবং চারা "গ্লোবাল ওয়ার্মিং"ও কমিয়ে দেয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা সীমাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পাওয়াকে "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" বলা হয়, যার কারণের মধ্যে গাছ কাটা, শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং গাড়ির কালো ধোঁয়া অন্তর্ভূক্ত। যদি গাছ সংরক্ষন করা যায় বরং আরো গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যায় তবে এই বিপদজনক ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়ও হতে পারে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! গাছ লাগানোর কিরূপ বৈজ্ঞানিক উপকারীতা রয়েছে, নিঃসন্দেহে বৃক্ষরোপন সর্বদা মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিলো ও থাকবে। যখন পূর্বেকার দিনে মানুষের নিকট ঘর ছিলো না তখন এই গাছকেই নিজের বিছানা বানিয়েছে। যখন তারা ক্ষুধার্ত হতো তখন গাছের ফল খেয়েই জীবন ধারণ করতো। আজও মানুষ গাছ দ্বারা অসংখ্য কাজ সম্পাদন করছে এবং করতে থাকবে। মানুষ লাকড়ী এই গাছ থেকেই সংগ্রহ করে, আঠা, মধু ইত্যাদি সবকিছুই মানুষ এই গাছ থেকেই সংগ্রহ করে। যেমনিভাবে মানুষ গাছ থেকে উপকার গ্রহণ করে, পশু-পাখিরাও গাছ থেকে উপকার গ্রহণ করে। প্রায় সমস্ত পাখি গাছেই বাসা বানায়। সবজি খেকো পাখিরা তাদের আহারও এই গাছ থেকেই সংগ্রহ করে।

অনুরূপভাবে গাছ লাগানো আর্থিক ও সামাজিকভাবে খুবই লাভজনক, আসুন! তাও শুনি।

www.dawateislami.net

গাছ লাগানোর আর্থিক ও সামাজিক উপকারীতা

গাছ লাগানোর মাধ্যমে অসংখ্য আর্থিক ও সামাজিক উপকারীতা অর্জিত হয়ে থাকে, যেমন; গাছ লাকড়ি অর্জনের মাধ্যম এবং লাকড়ি মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণে মূল ভূমিকা পালন করে। ফার্নিসার, জানালা, দরজা এবং বাড়ির ছাদ ইত্যাদি বানানোর জন্য এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাঠ ব্যবহার হয়ে থাকে। বলা যায়, কাঠ শিল্পের সাথে সমাজের বিরাট একটি অংশের রোজগার জড়িত। মোটকথা যদি কাঠ পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে যায় তবে তা মানুষের জীবনে অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করবে, কেননা মানুষের জীবিত থাকার জন্য খাবারের প্রয়োজন আর খাবার রান্না করার জন্য আগুন এবং আগুন জ্বালানোর জন্য লাকড়ির ব্যবহার এখনো অনিবার্য। ✯ বর্তমান সময়ে কাগজও মানুষের জীবনের মৌলিক প্রযোজনীয়তায় রূপ নিয়েছে। প্রিন্টিং প্রেস, স্টেশনারী এবং অন্যান্য অনেক কিছু কাগজের উপরই নির্ভরশীল। যদি গাছ শেষ হয়ে যায় তবে কাগজের সাথে সম্পৃক্ত সকল কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে, এই কারণেই যে, কাগজ গাছ থেকেই পাওয়া যায়। ✯ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ফল ফলাদীর গুরুত্বও কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষ অস্বীকার করতে পারবে না এবং এই গাছই মানুষকে বিভিন্ন ধরনের ফল ফলাদী প্রদান করে থাকে বরং অনেক পশু পাখিও এই ফল খেয়েই জীবন ধারন করে। এছাড়াও সমাজের অনেক লোকের জীবিকা বাগান ও ফল বিক্রির সাথে জড়িত হয়ে থাকে। ✯ রোগ থেকে নিরাপদ থাকা বা অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য লতাপাতার ব্যবহার মানুষ্য ইতিহাসের অংশ এবং এটি কারো নিকট গোপন নয় যে, এই লতাপাতা গাছ ও চারা থেকেই পাওয়া যায়। ✯ মিসওয়াক করা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়

www.dawateislami.net

সুন্নাত, এই সুন্নাত আদায়ের জন্যও বৃক্ষরোপন করতে হবে, কেননা মিসওয়াক গাছ থেকেই সংগৃহিত হয়। ✯ অনাবৃষ্টি অর্থাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাওয়া মানুষের পাশাপাশি পশু পাখি এবং পোকামাকড়ের নিঃশ্বাসের মালা ছিড়ে যাওয়ার বার্তা নিয়ে আসে। বৃষ্টি হলে তবে শষ্য ও সবজির ফলন হয় এবং প্রাণীরা তাদের নিজ নিজ খাবার খেয়ে জীবনের প্রদীপকে প্রজ্জলিত রাখে। আর এই বৃষ্টিকে বর্ষণ করাতেও গাছের ভূমিকা অপরিসীম, এই কারণেই যে, গাছ তার শিকড় দ্বারা শোষণ করা পানি বাতাসে ছাড়ে, যার কারণে পরিবেশে আদ্রতা সৃষ্টি হয়। অতঃপর আদ্রতা মেঘ সৃষ্টি করে আর সেই মেঘ থেকেই রিমঝিম বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। মাটি উর্বর হয়ে শষ্য, ফল এবং সবজী উৎপন্ন করে। গাছ নিজের শিকড়ে পানি সংরক্ষণ করে নেয় আর অনাবৃষ্টির সময় মাটিকে পানি সরবরাহ করে অনূর্বর হওয়া থেকে রক্ষা করে। যদি গাছ না হতো তবে বৃষ্টিও হতো না, অতএব জীবিত থাকার জন্য বৃক্ষরোপন করা আবশ্যক। ✯ শোরগোল মানুষের জন্য অশান্তি ও মানসিক চাপের কারণ হয়ে থাকে। নতুন একটি গবেষণায় এই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে যে, গাছ শোরগোলকে নিজের মাঝে শোষন করে প্রশান্তিময় পরিবেশ প্রদান করে, এহিসাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন অর্থাৎ যেখানে অসংখ্য ফ্যাক্টরী রয়েছে সেই এলাকায় অধিকহারে গাছ লাগানো উচিৎ, যাতে শোরগোল কমিয়ে পরিবেশ শান্ত রাখা যায়। ✯ পোশাক মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার একটি, এটি ছাড়া জীবন ধারন করাও খুবই কষ্টকর। লাখো লাখ মানুষের রোজগার পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত। আমাদের এই প্রয়োজনীয়তা পূরন করার মাধ্যম হলো গাছ, এই কারণেই যে, কাপড় সূতা গাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। ✯ অভিজ্ঞদের মতে গাছ-পালার মাঝে বসবাস করা মানুষের

www.dawateislami.net

সৃজনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। এই হিসাবে শহুরে এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে অধিকহারে গাছ লাগানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। যাইহোক গাছের অনেক উপকারীতা রয়েছে, যা পেতে অধিকহারে গাছ লাগানো প্রয়োজন। অনেকের জন্য গাছ লাগানো সম্ভব হয় না তো তারা কি করবে, আসুন! এব্যাপারে শুনি।

গাছ লাগানো সম্ভব না হলে তবে?

যাদের জন্য গাছ লাগানো সম্ভব নয়, যেমন; ফ্লাট ইত্যাদিতে থাকে বা তাদের ঘরে গাছ লাগানোর সুযোগ নেই তবে তারা গামলায় ছোট ছোট চারা লাগাতে পারেন, এতে জায়গাও কম লাগবে এবং সহজে লাগানোও যাবে। ঘরে গামলায় চারা লাগানো ইসলামী ভাইয়েরা এই বিষয়ে খেয়াল রাখবেন যে, গামলায় দেয়া সারের মধ্যে গরু ইত্যাদির গোবর মিশ্রিত থাকে, যা নাপাক হয়ে থাকে এবং এই গোবর সম্পূর্ণ সার ও মাটিকে নাপাক করে দেয়, তাছাড়া এই গোবর মাটিতে রূপ নেয়ার পূর্বে যেই পানি এতে ঢালা হয় তাও নাপাক হয়ে যায়। এই পানি বাইরে বের হওয়ার জন্য গামলার নিচে ছিদ্র থাকে, তো যতক্ষণ গামলার সারগুলো সম্পূর্ণরূপে মাটিতে পরিনত হবেনা, তা থেকে বের হওয়ার পানি অপবিত্র হবে, তা থেকে শরীর ও কাপড় বাঁচানো জরুরী। যাদের পক্ষে সম্ভব হয় গামলায় গোবরের সার দিবেন না বরং মালির সাথে পরামর্শ করে মাটির সারে যাতে বিশেষ কেমিক্যাল রয়েছে তা দিন, যাতে নাপাকির ভয় না থাকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্ব ইসলামী মাসের ঐ বরকতময় মাস, যা সম্মানিত মাসগুলোর অন্তর্ভূক্ত। সম্মানিত মাসগুলো হলো চারটি: (১) যিলকদ (২) যিলহজ্ব (৩) মুহাররম এবং (৪) রজব। এর মধ্যে

www.dawateislami.net

সবচেয়ে উত্তম হলো যিলহজ্ব বিশেষকরে এর প্রথম দশ দিন ও রাতের ফযীলত অনেক বেশি। কোরআনে করীমেও এই মাসের প্রথম দশ রাতের শপথ ইরশাদ করা হয়েছে।

৩০তম পারা সূরা ফজরের ১ ও ২ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ الْفَجْرِ ۙ﴿۱﴾ وَ لَیَالٍ عَشْرٍ ۙ﴿۲﴾
(পারা ৩০, সূরা ফজর, আয়াত ১ ও ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ ভোর বেলার শপথ এবং দশ রাতের।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত যে, ঐ দশ রাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যিলহজ্বের প্রথম দশরাত, কেননা এই সময়টি হজ্বের আমলে লিপ্ত থাকার সময়। (খাযিন, আল ফজর, ৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৪০১)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ হাদীসে মুবারাকারায়ও বিভিন্ন স্থানে এই দশ দিন এবং রাতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী শ্রবণ করি।

যিলহজ্বের প্রথম দশদিনের ফযীলত সম্বলিত ৫টি বর্ণনা

(১) ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** নিকট কোন দিন যিলহজ্বের দশদিন থেকে উত্তম নয়, আর না ঐ দিনের চেয়ে বড় কোন দিনের নেক আমল তাঁর পছন্দ, সুতরাং এই দিনের তাহলিল (অর্থাৎ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ), তাকবীর (অর্থাৎ اَللّٰہُ اَکۡبَر) এবং তামহীদ (অর্থাৎ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ) অধিকহারে করো। (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, ২/৩৬৫, হাদীস ৫৪৪৭)

(২) ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** নিকট যিলহজ্বের দশদিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। (ইবনে হাব্বান, কিতাবুল হজ্ব, ৬/৬২, হাদীস ৩৮৪২)

www.dawateislami.net

(৩) ইরশাদ করেন: যেসকল দিনে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা হয়ে থাকে, এর মধ্যে কোনটি যিলহজ্বের দশদিনের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় নয়, এর মধ্যে (দশ যিলহজ্ব ব্যতীত) প্রত্যেকদিনের রোযা একবছরের রোযা এবং (দশ যিলহজ্বসহ) প্রত্যেক রাতের কিয়াম লাইলাতুল কদরের কিয়ামের সমান। **(তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, ২/১৯২, হাদীস ৭৫৮)**

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকের** নিকট হজ্বের ঐ দশ দিনের চেয়ে উত্তম এবং পছন্দনীয় কোন দিন নাই, অতএব এই দিনগুলোতে سُبْحَانَ اللهِ.اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এবং اَللهُ اَكْبَرُ অধিকহারে পাঠ করো। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, এই দিনগুলোতে سُبْحَانَ اللهِ.اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এবং যিকিরুল্লাহ অধিকহারে করো এবং এর এই দিনগুলোতে একদিনের রোযা একবছরের রোযার সমান এবং এই দিনগুলোর আমলকে ৭০০গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, বুবস সিয়াম, ৩/৩৫৬, নম্বর ৩৭৫৮)**

(৫) ইরশাদ করেন: হজ্বের দশদিনে করা আমল **আল্লাহ পাকের** নিকট অবশিষ্ট দিনগুলোতে করা আমলের চেয়ে বেশি প্রিয়। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহর** পথে জিহাদ করাও? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! **আল্লাহর** পথে জিহাদ করাও, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে নিজের প্রাণ ও সম্পদ সহকারে বের হলো এবং সেই দু'টি থেকে কিছুই ফিরিয়ে আনলো না।

(বুখারী, কিতাবুল ঈদাইন, ১/৩৩৩, হাদীস ৯৬৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যিলহজ্বের ঐ দশদিনে যতটুকু সম্ভব নিজের নেকী বৃদ্ধি করার পূর্ণ চেষ্টা করা উচিৎ। এই দিনগুলো আগমন করতেই সুন্নাতে ইব্রাহিমীর স্মৃতি মনে পড়ে যায়, প্রতি বছর লাখো লাখ

www.dawateislami.net

মুসলমান এই পবিত্র মাসে **আল্লাহ পাকের** নির্দেশ পালন করে, সুন্নাতে ইব্রাহিমী এবং সুন্নাতে মুস্তফা আদায় করার জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়। অতএব যেসকল মুসলমান কুরবানি করার সামর্থ্য রাখে, তাদের উচিৎ যে, তারা যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন এবং সুন্নাতে ইব্রাহিমী আদায়ের নিয়্যতে এই মাসে হালাল সম্পদ দ্বারা কুরবানি আদায় করে, কেননা এটা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, যেমনটি ৩০তম পারা সূরা কাউসারের ২নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝২

(পারা ৩০, সূরা কাউসার, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানি করুন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে বলেন: হানাফী ওলামায়ে কিরাম এই আয়াত দ্বারা এই মতামত ব্যক্ত করলেন যে, **কুরবানি ওয়াজিব**।

(তাফসীরে কবীর, ১১/৩১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে মুবারকা কুরবানির ফযীলত ও মাসআলা দ্বারা পূর্ণ। আসুন! কুরবানির ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শুনি:

ইরশাদ করেন: কুরবানি দাতা কুরবানির পশুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী পেয়ে থাকে।

(তিরমিযী, কিতাবুল আযহা, ৩/১৬২, হাদীস ১৪৯৮)

ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আনন্দচিত্তে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানি করলো, তবে সে দোযখের আগুন থেকে আড়াল হয়ে যাবে।

(মু'জামু কবীর, ৩/৮৪, হাদীস ২৭৩৬)

www.dawateislami.net

নিজের শাহজাদী, খাতুনে জান্নাতকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে ফাতিমা! নিজের কুরবানি পাশে উপস্থিত থাকো, কেননা এর রক্তের প্রথম ফোঁটা প্রবাহিত হতেই তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, ৯/৪৭৬, হাদীস ১৯১৬১)

ইরশাদ করেন: মানুষ কুরবানির দিন এমন কোন আমল করেনি, যা **আল্লাহ পাকে**র নিকট রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে বেশি প্রিয়, এই কুরবানি কিয়ামতের দিন নিজেদের শিং, পশম এবং খুর সহকারে আসবে আর কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বে **আল্লাহ পাকে**র নিকট কবুল হয়ে যায়। অতএব আনন্দচিত্তে কুরবানি করো।

(তিরমিযী, কিতাবুল আযহা, ৩/১৬২, হাদীস ১৪৯৮)

হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কুরবানীর পশুকে তার কুরবানী দাতার নেকীর পাল্লায় রাখা হবে, যার ফলে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। (আশিইয়াতুল লুমআত, ১/৬৫৪)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটা তার জন্য বাহন হবে, যার মাধ্যমে সেই ব্যক্তি সহজেই পুলসিরাত অতিক্রম করে নিবে এবং তার (পশুর) প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মালিকের (অর্থাৎ কুরবানি দাতার) প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (জন্য দোযখ থেকে মুক্তির) ফিদিয়া হবে। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/৫৭৪, ১৪৭০নং হাদীসের পাদটিকা। মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৭৫)

দেয় নাযআ ও কবর ও হাশর মে হার জা আমান
অউর দোযখ কি আগ সে বাঁচা ইয়া রাব্বে মুস্তফা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হাদীসে পাক সম্পর্কিত মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! হাদীসে পাক সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দ্বীনি বিষয়াদির ব্যাপারে চল্লিশটি (৪০) হাদীস মুখস্ত করে আমার উম্মতের নিকট পৌঁছে দিবে, **আল্লাহ পাক** (কিয়ামতের দিন) তাকে এমন শান সহকারে উঠাবেন যে, সে ফকীয়া হবে, আমি কিয়ামতের দিন তার সুপারিশ করবো এবং তার জন্য স্বাক্ষী হবো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৬৮, হাদীস ২৫৮) (২) ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** তাকে সতেজ রাখুন, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরন রাখে এবং অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়। (তিরমিযী, ৪/২৬৮, হাদীস ২৬৬৫)

☆ ইসলামে **কালামুল্লাহ** (অর্থাৎ কোরআনে করীম) এর পর কালামে **রাসূলিল্লাহ** (অর্থাৎ হাদীসে মুবারাকা) এর মর্যাদা।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/২)

ঘোষণা

হাদীস পাক সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net